জামায়াতে ইসলামীর স্বরূপ-৯

আবুল কাশেম মোহাম্মদ ফজলুল হক

বাইতুল মোকাররম মসজিদে মাওলানা সালাহ উদ্দীনের নিয়োগে নিজামী-সাঈদী-আমিনীদের কণ্ঠে হঠাৎ করেই মহাসাগরের তলদেশের নীরবতা নেমে আসল কেন? বাইতুল মুকাররম এলাকায় সুন্নীরা নিঃশ্বাস ফেললেও যে আমিনীর চেঁচামেচিতে রাজধানীতে শব্দদুষণ হত, সেই আমিনীর লালবাগ মাদরাসা হতে এখন মাছির ভোঁ ভোঁ শুনা যাচ্ছে নিজামীর ইমামতিতে আমিনীরা নীরবতা পালন করছে।

ইনকিলাবের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা এম এ মান্নান যে বাহাউদ্দীনকে জন্ম দিয়েছিলেন মাওলানা সালাহ উদ্দীন বাইতুল মুকাররমের খতীব হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্তির পর আমার মনে হয়েছে এটা অন্য বাহাউদ্দীন! জামায়াতে ইসলামীর বিশ্বাঘাতকতাই আমাদেরকে খাঁটি সোনার মত একজন বাহাউদ্দীনকে উপহার দিয়েছে। আসলে ইনকিলাব নামক বটবৃক্ষের মোটা ঢালটিই ছিল জামায়াতে ইসলামী। ওই ঢাল আপনভারে বৃক্ষটিকে উপড়ে ফেলতে চেয়েছিল কিন্তু তা হয়নি। বরং ঢালটিই পৃথক হয়ে গেছে। মাওলানা এম এ মান্নানের বটবৃক্ষের মোটা ঢালটি গাছের যে অংশ থেকে পৃথক হয়েছে, সেখান থেকেই নতুন বাহাউদ্দীনের অঙ্কুর গজিয়েছে। তবে ততদিনে ঐ ঢালটি মোটা হয়েছিল অনেক।

গাছের আরও একটা বিষাক্ত ঢাল আছে। তা হল, ক্বওমী ওহাবী। তারা বাহাউদ্দীনকে সালাম করেও নিজামীদের ইমামতিতে রাজনীতি করে। এ এক বিস্ময়কর মিশেল! শুকিয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় এ ঢালটি এখনও গাছ থেকে পৃথক হয়নি। বিষাক্ত এ ঢালটির কারণে মাঝে মধ্যে অসুস্থ হয়ে যান বাহাউদ্দীন। তারপরও অজানা আধ্যাত্মিকতায় তা কেটে যায়। তা সত্ত্বেও এই বাহাউদ্দীন এখনও ইতিহাসে অমরত্ব লাভ করার মত যোগ্যতা অর্জন করেনি।

নিজামীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ক্বওমীরা যেদিন বাহাউদ্দীনের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে, সেদিন অন্য আরেকটা বাহাউদ্দীনের জন্ম হবে এবং ঐ বাহাউদ্দীনই অনাগতকালের সোনালী পাতায় ইতিহাস হয়ে থাকবে। ঐতিহাসিক সেই বাহাউদ্দীনের মাঝেই তখন আমরা ঐ মাওলানা এম এ মান্নানকে খুঁজে পাব, যে এম এ মান্নান ঢাকা মোহাম্মদপুরস্থ ক্বাদেরিয়া তৈয়্যবিয়া আলিয়া মাদরাসার মুহাদ্দিস ছিলেন।

প্রথম যে জুমায় ইমামতির কথা থাকলেও উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পরামর্শের আদলে চক্রান্তের কারণে মাওলানা সালাহ উদ্দীন যেতে পারেননি, সেদিনই বুঝেছিলাম কাজটা খুব একটা সহজ হবে না। সেদিনই মোবাইলে চ্যানেল আই'র উপস্থাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ফারুক্বীর সাথে পরামর্শ করে সংবাদ সম্মেলন করার সিদ্ধান্ত নিলাম এবং দু'এক দিন পরই তা করলাম। টিভি পত্রিকায় কভারেজও পাওয়া গেল। ঘুরে দেখলাম ময়দানে কাজ করার মত অনেকেই আছে। মাওলানা সালাহ উদ্দীনের প্রতি সাংবাদিকদের শ্রদ্ধার গভীরতা অনুভব করলাম। উপস্থিত এক সাংবাদিক আমাকে সেদিন বলেছিল, হুযূর, সালাহ্ উদ্দীন সাহেবের বিরোধীরা কারা এবং কেনই বা তারা বিরোধিতা করছে তা আমাদের জানা আছে। আসলেই এটা এক রহস্য। সুন্দর চেহারার সাদা দাড়িওয়ালা একজন সালাহ উদ্দীন যখন ঢাকা আলিয়ার মত ঐতিহ্যবাহী মাদরাসার অধ্যক্ষের চেয়ারে বসলেন, তখন তাদের কোন ক্ষতি হলো না। সেই চেয়ার থেকে উঠে যখন তিনি এক কিলোমিটার দূরে এসে মেহরাবে দাঁড়ালেন তখনই তাদের মাথায় মদমত্ততা।

পাঁচ কল্লি টুপী পরে যারা এসেছিল, তাদেরকে সবাই চেনে। কুমিল্লার আঞ্চলিক ভাষায় বলে "আপন স্বামীর নাম সবাই জানে লাজে কয় না।" এই টুপীওয়ালারা কি করতে পারে তাও দেখা হল। জুতা হাতে মাথায় পাঁচকল্লি টপী পরে এই অপদার্থগুলো মিডিয়ার সহযোগিতায় পৃথিবীর কাছে ক্বওমী মাদরাসার বিজ্ঞাপন হয়ে থাকবে অনেক দিন। দ্বিতীয় বৃহত্তর মুসলিম দেশের সর্ববৃহৎ মসজিদে জুতা মারামারির যে দৃশ্য পৃথিবীবাসীকে ক্বওমী মাদরাসার ছাত্ররা দেখাতে পারল, তাতে বিধর্মীরাও বাইতুল মুকাররমকে মসজিদ না বলে জুতা-জুতা খেলার স্টেডিয়াম বললেও বলতে পারে।

আমেরিকা প্রবাসী এক বাংলাদেশী আমাকে ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলেছে, হুযূর! জুতা মারামারির দৃশ্য দেখে বিধর্মীরা আমাদের সাথে উপহাস করছে। '৯৬'র হাসিনা আর ২০০৯ সালের হাসিনার মধ্যে একটা তফাৎ দেখল বাইতুল মুকাররম। আমিনীরা স্টাম্প-এর বাইরে বল করে হাসিনাকে স্টাম্প ছেড়ে বলের লাইনে খেলতে বাধ্য করার কৌশলটি ঠিকই বুঝতে পেরেছে। দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নামা ব্যাটিংসে সফল শেখ হাসিনা।

আমার এক ওস্তাদ বলতেন, ক্বওমীরা বলে কিন্তু বুঝে না। আউট স্ট্যাম্প বোলিং কৌশল হিসেবে যে শতখানেক ছাত্র আমিনীরা পাঠাল, বাইতুল মুকাররম মসজিদ থেকে বিতাড়িত হয়ে পরে রাস্তায় নামায আদায় করে তারা নতুন খতীব মাওলানা সালাহ উদ্দীনের উপকারই করে গেল। কিন্তু নির্বোধ ক্বওমীরা কি আদৌ তা বুঝে! তৃপ্তি ভরে সারা পৃথিবী দেখল, বাংলাদেশের পনের কোটি মানুষের মধ্যে এক-দেড়শ' মানুষ ছাড়া বাকি সবাই মাওলানা সালাহ উদ্দীনকে সমর্থন করে।

তবে এক-দেড়শ' বিচ্ছিন্ন মানুষের বিরোধিতাকে মিডিয়া যে দৃষ্টিভঙ্গীতে প্রচার করেছে তাতে আমার মনে হয়, মাওলানা সালাহ্ উদ্দীনের প্রতি অবিচার করা হয়েছে। শেখ সা'দীকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, আপনি আদব শিখেছেন কোথায়? তিনি বলেন, বেআদবের কাছ থেকে। অর্থাৎ বেআদব যা করে তার বিপরীতটাই হল আদব। এক-দেড়শ' মানুষ বিচ্ছিন্ন হয়ে নামায পড়া যেখানে সালাহ উদ্দীন সাহেবের জন্য মিডিয়ার কাছে পজেটিভ নিউজের মূল্য পাওয়া দরকার ছিল, সেখানে নেগেটিভ নিউজ হয়েছে কিছু পত্রিকায়। অবশ্য ইনকিলাব ও জনকণ্ঠ ব্যতিক্রম।

পাঁচ কল্লিওয়ালা অপদার্থগুলো ভেবেছে সরকারের নিরাপত্তা রক্ষাকারী বাহিনী ও গোয়েন্দা সদস্যরা তাঁদের চেনেনা। এদের বিবেকের অন্ধকার বিদিশার অন্ধকার থেকেও আরও প্রগাঢ়তর। দিনের আলোতে বাদুর নাকি চোখে দেখে না। যে যুগে ডিএনএ টেস্টের মাধ্যমে ছিন্নমূল সন্তানের বাবা-মা'র পরিচয় বের করা সম্ভব, সে যুগে পাঁচ কল্লি টুপী পরে নিজের পরিচয় গোপন করার চেষ্টা করা ভণ্ডামী ছাড়া আর কী!

ইসলাম ধর্মে শর'ঈভাবে খুৎবা পাঠ ব্যতীত জুমার নামায যেখানে সম্পূর্ণ নিষেধ, সেখানে পাঁচ কল্লিওয়ালা মৌলভীটাকে দেখলাম খুৎবা দান ব্যতীত রাস্তায় জুমার নামায পড়ে, আবার টিভি চ্যানেলের ক্যামেরার সামনে ইন্টারভিউ প্রদান করছে। এ যেন বোকার সম্রাট!

ওহাবীরা সালাহ উদ্দীন ইস্যু নিয়ে অনেক ফায়েদা লুটছে বা চেষ্টা করছে। সালাহ উদ্দীন সাহেব আমাদেরকে টুয়েন্টি টুয়েন্টি খেলার সুযোগ দিয়েছিলেন। আমার মনে হয় আমরা তা পারিনি। এ লেখা যখন শেষ করতে বসলাম, তখন খবর পেলাম স্টেডিয়াম দখল করার জন্য চরমোনাই'র ওহাবীগুলো সর্পনৃত্য প্রদর্শন করছে।

জামায়াতে ইসলামীর কথায় আসি। চারদলীয় জোট সরকার থাকা অবস্থায় জামায়াত মুফতী আমিনীকে মুরীদ করে পাঁচ বছর ধরে লাগাতার ফয়েয বিতরণ করে যোগ্য শিষ্য বানিয়ে ছেড়েছে। মুরীদ যোগ্যতা অর্জন করেছে কি না, তা বুঝার জন্য জামায়াতে ইসলামী নীরবতার ষোলকলা পূর্ণ করে দেখছে, পাঁচ বছরে পড়ানো সবক মুফতী আমিনী বাইতুল মুকাররমে পরীক্ষামূলক বাস্তবায়ন করতে পারে কি না। বাহ্যিক নীরবতা দিয়ে জামায়াত একটা নতুন গেম তৈরি করেছে, যার দৃষ্টান্ত বিরল। এই গেমের উদ্যোক্তা জামায়াত, থার্ড আম্পায়ার মুফতী আমিনী, লেগ আম্পায়ার মুফতী নূরুদ্দীন, আরেক আম্পায়ার রাস্তায় নামাযের ইমামতিকারী মুফতী(!) আবদুল্লাহ। অন্ধকার রাতে বিজলী চমকালে বুঝতে হবে আসমানে মেঘ আছে। যে কোন সময় বৃষ্টি হতে পারে। সালাহ উদ্দীন সাহেবের নিয়োগও আমার বিবেচনায় সে রকমই। অনেকেই বলতে শুরু করেছে যে, সালাহ উদ্দীন সাহেবকে টিকাতে না পারলে আমাদের অস্তিত্ব থাকবে না। আমি এমনটা মনে করি না। আমি মনে করি, বাবার হাত থেকে হাতুড়ি নিয়ে সামনের শক্ত কাঠটিতে প্রথম পেরেকটা মেরে আমি নিজেকে প্রমাণ করলাম, প্রয়োজন হলে ভবিষ্যতে আরও পেরেক মারতে পারব। এটা শেষ নয়, বরং বাতিলের কফিনে এটা আমাদের প্রথম পেরেক। সালাহ উদ্দীনকে হারালেও তাই আমি হতাশ হব না। কারণ, সালাহ উদ্দীন সাহেব বাইতুল মুকাররমে গিয়ে আমাদের মধ্যে যে তৃষ্ণা জাগিয়েছেন (আল্লাহ্ না করুন!) কোন কারণে যদি তিনি সেখান থেকে বের হয়ে যান, তবে তাতে আমাদের সে তৃষ্ণা বাড়বে বৈ কমবে না। ছোট্ট এই ইনিংসে এতটুকু অর্জনই বা কম কি?